প্রথম আলো

06 NOV 2013

১৭ ৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাসভবনে অবরুদ্ধ উপাচার্য সরকারের সহযোগিতা চাইলেন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে গতকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মতো নিজ বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখেন আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা। এই পরিস্থিতিতে সরকার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন উপাচার্য।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিস থেকে পাঠানো এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপাচার্য এ সহযোগিতা কামনা করেন।

এতে জানানো হয়, শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে কিছু শিক্ষক ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে রেখেছেন। গত রোববার কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে চিঠি দেয় এবং তাঁদের আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। এ আহ্বানের পর কিছু শিক্ষক উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, একজন নির্বাচিত উপাচার্যের বাসভবনে শিক্ষকদের অবস্থান এবং তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা নাগরিক অধিকার ও আইনের পরিপন্থী। চাকরিবিধি অনুযায়ী কোনো শিক্ষক এ ধরনের কাজ করতে পারেন না।

এদিকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে গতকাল বিকেল চারটায় সংবাদ সম্মেলন করেছে শিক্ষক ফোরাম। এতে বক্তব্য দেন ফোরামের সদস্যসচিব মুহাম্মদ কামরুল আহসান। প্রথম দিন অবরোধের কথা বললেও গতকাল তিনি বলেন, তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি চলছে। যদি অবস্থান কর্মসূচি হয় তাহলে দুই সহ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষকে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিচ্ছেন না কেন—জানতে চাইলে ফোরাম থেকে জানানো হয়, উপাচার্যের এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করা।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, উপাচার্যকে আলোচনার জন্য আহ্বান করলে উপাচার্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে দুই সহ-উপাচার্যের উপস্থিতিতে আলোচনার কথা বলেন। কিন্তু ফোরাম একমত না হওয়ায় আলোচনা হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহম্মদ হানিফ আলী, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফ উদ্দিন প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয় সচলে সংবাদ সম্মেলন : বিশ্ববিদ্যালয় সচল এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিতে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ধীমান মল্লিক।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া আচার্যের উদ্যোগে গঠিত তদন্ত কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিতে আগামীকাল আচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়।